পুলিশের কড়াকড়ির মধ্যেও বাদেমাজুর তোফাজ্জেলের মাদক ব্যবসা

মাদক বিরোধী পুলিশের কড়াকড়ি নজরদারির ভেতরেও আলমডাঙ্গার বাদেমাজু গ্রামের তোফাজ্জেল মাদক ব্যবসা করছে বলে অভিযোগে উঠেছে। মাদক মামলায় ৬ মাসের সাজা খেটে জেল থেকে বেরিয়ে সে আবারও মাদক ব্যবসায় যুক্ত হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছে।

তোফাজ্জেল আলমডাঙ্গার বাদেমাজু গ্রামের মৃত জলিল খাঁর ছেলে। গত বছর মাদক কেনা-বেঁচায় জড়িত থাকার অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ৬ মাসের হাজতবাসের রায় দেন। ঈদ-ঊল আজহার পরের সপ্তাহে তোফাজ্জেল জেল থেকে বেরিয়ে আবারও মাদকের ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় সূত্র।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তোফাজ্জেল মূলত গাঁজা কেনা-বেচা করে থাকে। পাশাপাশি ইঞ্জেকশন ও ইয়াবার কিছু কাস্টমারও রয়েছে তার। বাড়ির পাশের মাঠ এলাকায় তার ব্যবসার বাজার। মোবাইলে যোগাযোগ করে কাস্টমারের সাথে তার ব্যবসা।

সূত্র জানায়, তোফাজ্জেলের মাদক ব্যবসায় সরাসরি জড়িত তার স্ত্রী আমেনা খাতুন। তোফাজ্জেলের অনুপস্থিতিতে আমেনা খাতুনই ব্যবসা দেখশোনা করে থাকে। গাঁজার চালান সাধারণত আনা-নেওয়া করে আমেনা খাতুনই। মহিলা হিসেবে রাস্তাঘাটে এ কাজে সে অনেকটা নিরাপদ। তাই আমেনা খাতুনই মাদক আনা-নেওয়া করে বলে স্থানীয় বেশ কয়েকটা সূত্র দাবি করেছে।

আলমডাঙ্গার খাসকররায় নারী

নির্যাতন বিরোধী বিট পুলিশিং সমাবেশ

আলমডাঙ্গার খাসকররা বাজারে নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন বিরোধী বিট পুলিশিং সমবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বিকেলে স্কুল মাঠে বিট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশ গ্রহণ করেন।

খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান রুন্নুর সভাপতিত্বে বিট পুলিশিং সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার ওসি (তদন্ত) মাসুদুর রহমান মাসুদ। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, দেশে অনাকাংখিতভাবে নারী ও শিশু নির্যাতন বেড়ে গেছে। সবাইকে সম্মিলিতভাবে দুর্বৃত্তদের এই জঘন্য প্রচেষ্টাকে রুখে দিতে হবে। উপস্থিত সবাইকে উদ্যেশ্যে করে তিনি বলেন, যেখানেই আপনারা দুর্বৃত্তদের এই অপচেষ্টা দেখবেন সেটাকে গোপন না করে আইনের আশ্রয় নিবেন পুলিশ আপনাদের সাথে থাকবে।

তিনি আরও বলেন, ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে আইন পাশ হয়েছে। এখন আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মানুষ নামের পিশাচদের প্রতিহত করতে হবে। কারণ যারা নারী নির্যাতন করে তারা মানুষ নয়, তারা কুলাঙ্গার।

বিট পুলিশিং সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন খাসকররা ম্যাধমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম সিদ্দিক, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বিল্লাল গনি, তিয়রবিলা পুলিশ ক্যাম্পের আইসি সঞ্জিত কুমার, খাসকররা বাজার কমিটির সভাপতি মিজানুর রহমান, যুবলীগ নেতা নুর মোহাম্মদ, ইউপি সদস্য ফরিদুল ইসলাম, সাহাবুল ইসলাম ও আশরাফুল ইসলামসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

আলমডাঙ্গায় ১৪ বছরের কিশোরীকে ধর্ষন, কুষ্টিয়ার কুমারখালি থেকে ধর্ষক গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা পৌরসভার নওদাবন্ডবিল গ্রামে ১৪ বছর বয়সি কিশোরী ধর্ষনের ঘটনায় ধর্ষক টিক্কাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সংঘটিত ধর্ষনের ১২ ঘন্টার মধ্যেই ধর্ষককে গ্রেফতার করলো পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে কুষ্টিয়ার কুমারখালি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

ধর্ষনের শাস্তি মৃত্যুদন্ডের আইন কার্যকরের দিন ১৩ অক্টোবর দিনগত রাতে প্রতিবেশী টিক্কা ওই কিশোরীকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষন করে। এ ব্যাপারে থানায় ধর্ষনের মামলা দায়েরের পর ধর্ষক টিক্কাকে গ্রেফতারের জন্য জোর অভিযানে নামে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, আলমডাঙ্গা পৌরসভার নওদাবন্ডবিল গ্রামের হাফিজুর রহমানের অষ্টম শ্রেনীতে পড়ুয়া মেয়ে রাতে বাথরুমে যেতে ঘরের বাইরে আসে। এ সময় প্রতিবেশী মিজানুর রহমানের ছেলে কামরুজ্জামান টিক্কা মেয়েটিকে মুখ চেপে ধরে তার ফাঁকা ঘরে নিয়ে যায়। এরপর সেখানে তাকে ধর্ষন শেষে মুখ না খুলতে হুমকি দেয়। কিন্ত মেয়েটি বাড়িতে এসে ওই রাতেই তার বাবা-মাকে ঘটনা খুলে বলে।

মেয়েটির বাবা-মা রাতেই ঘটনা থানায় জানালে পুলিশ ধর্ষক টিক্কাকে আটক করতে অভিযানে নামে। তার আগেই টিক্কা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ সময় পুলিশ ধর্ষিতাকে থানা হেফাজতে নিয়ে নেয়। পরদিন সকালে মেয়েটির ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মেয়েটির জবানবন্দীও নেওয়া হয়।

তবে প্রতিবেশী সূত্রে জানা গেছে, টিক্কা ক‘বছর আগে প্রথম বিয়ে করে সংসার পেতেছিল। কিন্ত সেই বিয়ে বেশীদিন টিকেনি। পরে সে আবার বিয়ে করে। এরপরও প্রতিবেশী ওই কিশোরীর সাথে তার কথাবার্তা চলত। চুপিসারে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে যাওয়া ও ধর্ষনের মত ঘটনা কিভাবে ঘটল এ ব্যাপারে প্রতিবেশীরা কেউ কিছু জানাতে পারেনি।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা থানার এসআই সুলতানুল ইসলাম জানান, মেয়েটির ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। মোবাইল ট্যাকিং করে

মঙ্গলবার গভীর রাতে কুষ্টিয়ার কুমারখালি থেকে ধর্ষক টিক্কাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে আত্মগোপন করেছিল।

আলমডাঙ্গায় ১৪ বছরের কিশোরীকে ধর্ষন, থানায় মামলা

আলমডাঙ্গা পৌরসভার নওদাবন্ডবিল গ্রামে ১৪ বছর বয়সি এক কিশোরী ধর্ষনের শিকার হয়েছে।
সোমবার দিনগত রাতে প্রতিবেশী টিক্কা কিশোরীকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষন করে। এ ব্যাপারে থানায় ধর্ষনের মামলা দায়ের হয়েছে। ধর্ষক টিক্কাকে গ্রেফতার করা যায়নি।

এজাহার সূত্রে জাান গেছে, আলমডাঙ্গা পৌরসভার নওদাবন্ডবিল গ্রামের অষ্টম শ্রেনীতে পড়ুয়া মেয়ে রাতে বাথরুমে যেতে ঘরের বাইরে আসে। এ সময় প্রতিবেশী মিজানুর রহমানের ছেলে কামরুজ্জামান টিক্কা মেয়েটিকে মুখ চেপে ধরে তার ফাঁকা ঘরে নিয়ে যায়। এরপর সেখানে তাকে ধর্ষন শেষে মুখ না খুলতে হুমকি দেয়। এরপর মেয়েটি বাড়িতে এসে ওই রাতেই তার বাবা-মাকে ঘটনা খুলে বলে।

মেয়েটির বাবা-মা রাতে ঘটনা থানায় জানালে পুলিশ ধর্ষক টিক্কাকে আটক করতে অভিযানে নামে। তার আগেই টিক্কা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ সময় পুলিশ ধর্ষিতাকে থানা হেফাজতে নিয়ে নেয়। সকালে মেয়েটির ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মেয়েটির জবানবন্দীও নেওয়া হয়।

প্রতিবেশী সূত্রে জানা গেছে, টিক্কা ক‘বছর আগে প্রথম বিয়ে করে সংসার পেতেছিল। কিন্ত সেই বিয়ে বেশীদিন টিকেনি। পরে সে আবার বিয়ে করে। দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথেও টিক্কার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এরপর থেকে সে প্রতিবেশী ওই কিশোরীর দিকে কুনজর দিতে থাকে। প্রতিবেশী হিসেবে তাদের মধ্যে কথাবার্তাও হত বলে জানা গেছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা থানার এসআই সুলতানুল ইসলাম জানান,

মেয়েটির ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। থানায় ধর্ষনের এজাহার দায়ের হয়েছে। আসামী ধর্ষক টিক্কাকে গ্রেফতার করতে জোর চেষ্টা চলছে।

আলমডাঙ্গা অনুপনগরে বিষপানের ১৬ দিন পর গৃহবধুর মৃত্যু

আলমডাঙ্গার অনুপনগর গ্রামে বিষ পান করার ১৬ দিন পর খাদিজা বেগম নামের এক গৃহবধু মারা গেছে। খাদিজা গত ২৬ সেপ্টেম্বর বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। গতকাল সোমবার বিকেলে সে মারা যায়।

নিহত খাদিজা বেগম আলমডাঙ্গার বাড়াদি ইউনিয়নের অনুপনগর গ্রামের আব্দুল হামিদের মেয়ে এবং কুষ্টিয়ার ইবির পাটিকাবাড়ি গ্রামের পলাশ জোয়ার্দ্দারের স্ত্রী।

জানা গেছে, ক‘বছর আগে খাদিজা বেগমের সাথে পাটিকাবাড়ি গ্রামের পলাশ জোয়ার্দ্দারের বিয়ে হয়। কিছুদিন আগে খাদিজা স্বামীর বাড়ি থেকে পিতার বাড়ি অনুপনগর গ্রামে আসে। এবং গত ২৬ সেপ্টেম্বর সে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

কিন্ত পরিবারের লোকজন দ্রুত তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করায়। সেখানে তিনদিন চিকিৎসার পর তাকে অনুপনগরে এনে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। অবশেষে শরীরের বিষক্রিয়ায় সোমবার বিকেলে খাদিজা মারা যায়।

আলমডাঙ্গায় ধর্ষনের প্রতিবাদে

বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

দেশের বিভিন্ন স্থানে লাগামহীম ধর্ষনের প্রতিবাদে ‘পাবলিক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন অব আলমডাঙ্গা উপজেলা’ মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে।

গতকাল বুধবার আলমডাঙ্গার আল তায়েবা মোড়ে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থী ও সাধারন জনগণ মানববন্ধনে অংশ নেন। সমাবেশে প্রতিবাদি বক্তারা ধর্ষনে অভিযুক্ত ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান রেখে আইন প্রনয়নেরও আহবান জানান।

ধর্ষনের প্রতিবাদে ‘পাবলিক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন অব আলমডাঙ্গা উপজেলা’ মানববন্ধনের আয়োজন করলেও এতে সব ধরনের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও সাধারন জনগণ অংশ নিয়ে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠেন। তারা ধর্ষনে জড়িত ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে সরকারের প্রতি আহবান জানান। প্রয়োজনে ধর্ষকদের শাস্তি যাবজ্জীবন থেকে বাড়িয়ে মৃত্যুদন্ডের বিধান রেখে আইন পাশ করারও আহবান জানান।

মানবন্ধনে অংশ নেন আলমডাঙ্গা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র এ্যাডভোকেট সালমুন আহমেদ ডন, বাদল স্মৃতি একাডেমীর প্রধান শিক্ষক সুরুল ইসলাম দীপু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নাঈম হাসান অয়ন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সজল আহমেদ টগর, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নাহিদ তমাল রোমান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সাইফুল ইসলাম সাফি, সাস্টেও ছাত্র আকিব লাম, আসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সুমাইয়া তাবাস্সুম তিয়া, ব্রাইট মডেল স্কুলের পরিচালক জাকারিয়া হিরো, আনিসুজ্জামান রিমন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মুসাব ইবনে শাফায়াত।

ডাউকি ইউপির উপ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী নাজমুলের গন সংযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার ৯ নং ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের উপ- নিবার্চনের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী নাজমুল হুসাইন দিনভর জনসংযোগ করেছেন। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত তার নির্বাচনীয় এলাকায় গনসংযোগ করেন।

আনারসের প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী নাজমুল হুসাইন তাঁর সমর্থিত নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে ইউনিয়নের ডাউকি, বসকিপুর ও বিনোদপুর এলাকার সাধারণ ভোটারদের কাছে তাঁর ভোটের প্রতীক আনারস মার্কায় ভোট ও দোয়া কামনা করেন।

শিক্ষিত, সৎ, যোগ্য, নির্ভিক তরুন এই নেতাকে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে পেয়ে সাধারণ ভোটাররাও উচ্ছাসিত। তরুন উদীয়মান এই নেতা সাধারণ ভোটারদের মাঝে ব্যাপক গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে।

চেয়ারম্যান প্রার্থী নাজমুল হুসাইন বলেন, সাধারণ মানুষ আমাকে ভালোবাশে। তাদের ভালোবাশায় আমার সম্বল। ভোট যদি সুষ্ঠু হয় আমি আশা করছি আনারসের জয় হবে। হাজার বছর পুরনো হলেও বয়স তার এক মাস

নাঈমের মাল্টা এখন বাজারে বাজারে

আলমডাঙ্গা উপজেলার প্রত্যন্ত চরপাড়া গ্রামে মাল্টা, পেয়ারা ও লেবুর আবাদ করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার এক অকল্পনীয় গল্প তৈরি করেছেন স্কুল শিক্ষক নাঈম হাসান। নাঈম হাসানের তৈরি এই বাস্তব গল্পের মাল্টা বাগানে গাছভর্তি এখন টাকা আর টাকা। ঝুলছে মাল্টা গাছে টাকা, পেয়ারা গাছে টাকা ও টাকা ঝুলছে লেবু গাছের ডালে ডালে।

তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি মাল্টার এই স্বপ্নের বাগান গড়ে তুলেছেন। এখন মণ মণ বিক্রি হচ্ছে মাল্টা, পেয়ারা ও লেবু।

রবিবার সরেজমিন উপজেলার একমাত্র মাল্টার বাগান দেখতে যান এই প্রতিবেদক। জামজামী ইউনিয়নের প্রান্তিক গ্রাম চরপাড়ার মাঠে গড়ে তোলা হয়েছে বিশালাকৃতির বাগান। বাগানটিকে চারদিক থেকে দেখভাল করছে চার থেকে পাঁচজন নিয়মিত শ্রমিক। বাগানের গাছে গাছে ঝুমঝুম করছে অগুনতি সবুজ মাল্টা ফল। খেতে সুমিষ্ট মাল্টার পাইকারী বাজার দর এখন কেজি প্রতি ১০০ টাকা। প্রতিদিন বাগান থেকে মনকে মাল্টা উঠানো হচ্ছে। স্থানীয় বাহনে তা চলে যাচ্ছে বাজারের খুচরা বিক্রেতাদের দোকানে।

বাগানের উদ্যেক্তা নাঈম হাসান জানান, তিনি একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। তিনি এমনিতেই আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী। প্রথমে কিছু দরিদ্র মানুষকে উপকার করতে মাল্টা, পেয়ারা ও লেবুর বাগান করার উদ্যেগ নেন তিনি। তিনি বলেন, এই বাগানকে ঘিরে চার-পাঁচটি পরিবার আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতা পেয়েছে। স্বচ্ছলতার সাথে তাদের সংসার চলছে। পাশাপাশি তিনি নিজেও এখন আরও স্বাবলম্বি হতে পেরেছেন।

নাঈম হাসান জানান, যুবকরা এ ধরনের উদ্যেগ নিয়ে সহজেই স্বাবলম্বী হতে পারেন। শুধু মাল্টার বাগান না, ছোট ছোট বিভিন্ন খামার করেও যুবকরা স্বাবলম্বী হতে পারেন। এখন অনেকেই গরুর খামার, হাস-মুরগীর খামার, মাছের খামার করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন।

তিনি জানান, চাকরির পেছনে ঘুরে সময় নষ্ট করে না করেতে। একটু বুদ্ধি করে পরিশ্রম করলেই আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া যায়।

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউপির উপনির্বাচনে চেয়ারম্যান

প্রার্থী নাজমুল

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নের আসন্ন ২০ অক্টোবরের উপনির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নেমেছেন নাজমুল হোসেন। কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ থেকে এমএ পাশ করে গ্রামে ফিরে নিজের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি।

ইতোমধ্যে ডাউকি ইউনিয়নজুড়ে সব শ্রেনি পেশার মানুষের মাঝে নিজেকে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে মেলে ধরতে পেরেছেন নাজমুল। তিনি পুরো ইউনিয়নেই ব্যাপক সাড়া ফেলেছেন বলে জানিয়েছেন বিভিন্ন গ্রামের ভোটাররা। শিক্ষিত, সদালাপি ও তরুণ রাজনীতিবিদ নাজমুল হোসেন নির্বাচন ও ডাউকি ইউনিয়নবাসীর ভাগ্যবদলের নানাদিক নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন এই প্রতিনিধির সাথে। মেহেরপুর প্রতিদিনের পাঠকদের জন্য নাজমুল হোসেনের কথাবার্তা তুলে ধরা হল:-

মে.প্রঃ আসন্ন উপনির্বাচনে ভোটারদের কেমন সাড়া পাচ্ছেন?

নাজমুলঃ আমার নিজ গ্রাম ডাউকি ছাড়াও বাদেমাজু, বিনোদপুর ও পোয়ামারী গ্রামবাসী আমাকে তাদের গ্রামের ছেলে হিসেবে দেখেন। আবাল-বৃদ্ধা-বনিতা সবার সাথে আমার ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে। আমি বড়দের সম্মানের চোখে দেখি। তাঁরাও আমাকে স্নেহের চোখে দেখেন। এছাড়াও ইউনিয়নের অন্যান্য গ্রামের ভোটাররা আমাকে তাঁদের কাছে টেনে নিয়েছেন। এতে করে আমি চরম আশাবাদী।

মে.প্রঃ ইউনিয়নে দরিদ্রদের জন্য সরকারি প্রণোদনায় স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আছে। এ ব্যাপারে কিছু বলুন।

নাজমুলঃ দেখুন আমি একজন খুব সাধারণ পরিবারের সন্তান। দারিদ্র কি আমি খুব ভাল করে জানি। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছি মানবিক মানুষ হওয়ার জন্য। যাদের ভেতরে মানবিক গুণাবলী আছে তারা কখনও গরীবের হক মারবে না। দরিদ্রদের জন্য সরকারি যত রকমের ভাতা আছে আমি প্রকৃত দরিদ্রদের মাঝে সেই ভাতা তুলে দিতে চাই। আমি সব ধরনের মানুষের পাশে থাকতে চাই। ইউনিয়নবাসিকে সেবা করতে চাই।

মে.প্রঃ এই নির্বাচনকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিভাবে দেখছেন?

নাজমুলঃ স্থানীয় নির্বাচন রাজনৈতিক বিবেচনায় কখনও অনুষ্ঠিত হয়

না। এখানে প্রার্থীর ভালমন্দ বিচার করে ভোটাররা ভোট দিয়ে থাকেন। যাকে যোগ্য মনে করবেন ভোটাররা তাকেই ভোট দিবেন। ইউপি নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর তেমন প্রভাব পড়ে না। আমি সব দলের ভোটারদের কাছ থেকেই সহযোগীতা পাব ইনশাল্লাহ।

মে.প্রঃ আপনি তো আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত। আপনার দল থেকে একাধিক প্রার্থী রয়েছেন। এটাকে কিভাবে দেখছেন?

নাজমুলঃ আগেই বলেছি স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় প্রভাব খুব একটা কাজে আসেনা। আমি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করছি। এরআগে ছাত্রলীগের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছি। আমি ছাত্রলীগ থেকে উঠে এসেছি। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ইউপি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি এই পদের আগে দলের কোন পদে ছিলেন তা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কেউ জানেন না। তবে ভোটাররা তাদের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে যোগ্য প্রার্থীকে বেছে নিবেন আশা করি।

মে.প্রঃ ইউনিয়নবাসীর উদ্যেশ্যে কিছু বলুন।

নাজমুলঃ আমি ইউনিয়নবাসীর সুখে-দুঃখে তাদের সাথে থাকতে চাই। আমি ইউনিয়নবাসীকে সেবা করতে চাই।

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির নির্বাচনে সম্পাদক পদে এবার লড়বেন কামাল

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির অসন্ন নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে এবার লড়বেন সব মহলের অতি জনপ্রিয় ব্যক্তি কামাল হোসেন। কামাল হোসেন আলমডাঙ্গার ফিড ব্যবসায়ী জগতের অন্যতম পরিচিত নাম ‘কে বিজনেস’ এর স্বত্তাধিকারী। নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে বণিক সমিতির ভোটারদের মাঝে কামালকে নিয়ে বেশ সোরগোল উঠেছে। সোরগোল উঠেছে আলমডাঙ্গার সব মহলেও।

বণিক সমিতির নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো থেকে জানা গেছে,

সর্ববৃহৎ আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির নির্বাচনে নির্দিষ্ট ব্যবসায়ীরা ভোটার হলেও সচেতন সব মহলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশ গ্রহণ থাকে এতে। নির্বাচন যত এগিয়ে আসে মানুষের দৌড়ঝাপ ততটাই বেড়ে যায়। অনেকেই অন্তরালে বসে কলকাঠি নাড়িয়ে এই নির্বাচনকে প্রভাবিত করারও চেষ্টা করেন। তবে ব্যবসায়ী ভোটাররা চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তাদের নেতা নির্বাচিত করেন।

নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গেছে, ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর বণিক সমিতির বৃহৎ এই নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচনেচ্ছুক কামাল হোসেন সবার নজর কাড়তে পেরেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এই পদের জন্য কামাল হোসেন পুরোপুরি উপযুক্ত। তিনি নির্বাচিত হলে বণিক সমিতিকে আরো স্বচ্ছতার সাথে ব্যবসায়ীবান্ধব করে তুলতে পারবেন।
কামাল হোসেন জানান, নির্বাচনে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করার পর সব মহল থেকেই তিনি ভোটারদের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন। সবাই সাক্ষাৎ করে ও মোবাইলে কল করে খুব উৎসাহ দিচ্ছেন।

তিনি জানান, আমি নির্বাচিত হলে বণিক সমিতিকে আধুনিকায়ন ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজগুলো দেখবো। আমি আলমডাঙ্গার ব্যবসায়ীদের সব ধরনের বিপদ-আপদে পাশে থাকবো।